ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

স্পেনের মাদ্রিদে আসন্ন কপ-২৫ জলবায়ু সম্মেলন:

জলবায়ু অর্থায়নে দূষণকারী শিল্পোন্নত দেশসমূহের প্রতিশ্রুতির বাস্তব অগ্রগতি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতের দাবি টিআইবি'র

২৮ নভেম্বর ২০১৯, টিআইবি কনফারেন্স রুম, ঢাকা

প্রেক্ষাপট

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (ইউএনএফসিসি) এর আওতায় ২০১৫ সালে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যারিস চুক্তি সম্পাদন করে, যা ২০২০ সাল হতে কার্যকর হওয়ার কথা। উল্লেখ্য, ২০০৯ সালে কোপেনহেগেন চুক্তির আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত উন্নয়নশীল দেশসমূহের ক্ষতিপূরণ বাবদ উন্নত দেশসমূহ "দূষণকারী কর্তৃক পরিশোধযোগ্য" নীতি অনুসরণে উন্নয়ন সহায়তার ‘অতিরিক্ত’ এবং ‘নতুন’ হিসেবে ২০২০ সাল হতে প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছিল প্যারিস চুক্তির আওতায় ২০২৫ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৩ এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় প্রতিশ্রুত তহবিল প্রদানের বিষয়ে শিল্পোন্নত দেশসমূহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর পাশাপাশি ২০১৩ সালে ইউএনএফসিসি’র কনফারেন্স অব পার্টিস (কপ) এর ১৯তম সম্মেলন (কপ১৯) এ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ঝুঁকিতে থাকা উন্নয়নশীল দেশসমূহের ‘ক্ষয়-ক্ষতি’ (loss & damage) মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরির সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় (সিদ্ধান্ত ২/সিপি.১৯)। পরবর্তীতে কপ২২ সম্মেলনে ক্যানকুন অভিযোজন ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে অনুচ্ছেদ ১৫ অনুসারে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট ‘আবহাওয়ার আকস্মিক/চরম ঘটনা(এক্সট্রিম ইভেন্ট)’ ও ‘ধীরগতির মাধ্যমে সংঘটিত ঘটনাসমূহ (স্লো অনসেট ইভেন্ট)’ এর ফলে ‘ক্ষয়-ক্ষতি’ চিহ্নিত করতে “ওয়ারসো ইন্টারন্যাশনাল মেকানিজম” প্রণীত হয় এবং প্যারিস চুক্তিতে তা যুক্ত করা হয়। সর্বশেষ কপ-২৪ সম্মেলনে জলবায়ু অর্থায়নে বাস্তব অগ্রগতি ও ন্যায্যতা নিশ্চিতে স্বচ্ছতা কাঠামো সম্বলিত প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের রূপরেখাও (রুল বুক) চূড়ান্ত করা হয়েছে। স্পেনের মাদ্রিদে আসন্ন কপ-২৫ সম্মেলনে প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থায়নের পাশাপাশি ‘ক্ষয়-ক্ষতি’ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগ্রহণে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা।

বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়নে অনিশ্চয়তা

অন্যদিকে বৈশ্বিক চাহিদা অনুযায়ী প্যারিস চুক্তিতে প্রতিশ্রুত জলবায়ু তহবিল প্রদানের বিষয়টি বাধ্যতামূলক না হয়ে ঐচ্ছিক হওয়ায় ঝুঁকিতে থাকা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য অনুদান ভিত্তিক অর্থায়ন পাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। প্রতিনিয়ত প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক তথ্য ও বিশ্লেষন সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে প্রতিনিয়ত সর্বোচ্চ দূষণকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র প্যারিস চুক্তি হতে বের হয়ে যাওয়ায় আন্তর্জাতিক অর্থায়নে অনিশ্চয়তা আরো বেড়েছে। ২০২০ সাল হতে প্রতি বছর প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে অর্থায়নের প্রধান মাধ্যম সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিসিএফ) এ পর্যন্ত মাত্র ১০.৩ বিলিয়ন ডলার প্রদান করা হয়েছে। অথচ এ পর্যন্ত জিসিএফ হতে সর্বমোট প্রকল্প চাহিদার পরিমাণ ২০.৬ বিলিয়ন ডলার। এ প্রেক্ষিতে কোন উৎস হতে, কখন এবং কিভাবে তা প্রদান করা হবে তার নিশ্চয়তা না থাকায় ক্ষতির মাত্রা যে সামনে বাড়বে তাতে সন্দেহ নেই। সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশসহ ১০টি দেশকে জিসিএফ মাত্র ১.৩ বিলিয়ন ডলার প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ পেয়েছে অনুমোদিত সর্বমোট তহবিলের মাত্র ০.০৭% (মাত্র ৮৫ মিলিয়ন ডলার)। অথচ ন্যাশনাল ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন অনুসারে শুধুমাত্র বাংলাদেশের অভিযোজন বাবদ বছরে দরকার ২.৫ বিলিয়ন ডলার।

প্যারিস চুক্তিতে জলবায়ু অর্থায়নের সর্বসম্মত সংজ্ঞা নির্ধারণ না করায় ‘নতুন’ এবং ‘অতিরিক্ত’ উন্নয়ন সহায়তা এবং অনুদান অথবা ঋণ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা না থাকায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে এ অস্পষ্টতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, জিসিএফ কর্তৃপক্ষের প্রকল্প অনুমোদন থেকে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত তহবিল ছাড়ের জন্য নির্দিষ্ট কোন জবাবদিহিতা বা রোডম্যাপ/নীতিমালা না থাকায় জিসিএফ বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ থেকে এখন পর্যন্ত মাত্র ২.৮ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প অনুমোদন করেছে। চরম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলো জিসিএফ থেকে প্রয়োজনীয় তহবিল পাবার ন্যায্য অধিকার রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ৩টি প্রকল্পের জন্য জিসিএফ থেকে মাত্র ৮৫ মিলিয়ন ডলার তহবিল অনুমোদন পেয়েছে। ২০১৫ সালের পরে প্রকল্পগুলো অনুমোদিত হলেও এখন পর্যন্ত তহবিল ছাড় না করায় প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠীর ক্ষতি এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয় ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু জিসিএফ কর্তৃক দেরিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ক্রমেই সংঘটিত ক্ষতির জন্য কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান বা নীতি না থাকায় জিসিএফ এর কার্যকারিতা নিয়ে এখন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

জিসিএফ’র স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং শুদ্ধাচারে চ্যালেঞ্জ

জিসিএফ হতে এ পর্যন্ত প্রদত্ত তহবিলের মাত্র ৪৫% অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। বাকি ৫৫% তহবিলের মধ্যে ঋণ প্রদান করা হয়েছে ৪১% এবং অন্যান্য খাতে ১৪% বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, জলবায়ু অভিযোজন এবং প্রশমন খাতে ৫০:৫০ অনুপাতে বরাদ্দ নিশ্চিত করার বিধান থাকলেও অভিযোজন বাবদ জিসিএফ থেকে অনুমোদিত তহবিলের মাত্র ২৪%

শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং প্রশমন বাবদ ৪২% বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহ জিসিএফ নির্ধারিত কঠিন মানদণ্ড নিশ্চিত করে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করতে সক্ষম না হওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান ক্রমেই জিসিএফএ নিবন্ধিত হচ্ছে। এমন প্রতিষ্ঠানগুলো জলবায়ু তহবিলকে লাভজনক বিনিয়োগ বা ব্যবসার সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করছে যা অনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির লংঘন। এছাড়া দুর্নীতির সাথে জড়িত থাকার অভিয়োগ এবং শুদ্ধাচারের ঘাটতি রয়েছে এমন প্রতিষ্ঠানকে জিসিএফ এর প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান (Accredited Entities-AEs) হিসাবে নিবন্ধিত করা হয়েছে। বিশেষ করে, বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে বন্ধ হওয়ার উপক্রম ভারতীয় বেসরকারি ব্যাংক আইএল অ্যান্ড এফএস (IL&FS) এবং অর্থ পাচারের জড়িত থাকায় অভিযুক্ত এইচএসবিসি ব্যাংক নিবন্ধিত হওয়ায় জিসিএফ-এর শুদ্ধাচার নিয়ে প্রশ্ন ওঠেছে[১]।

ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় অনুদান-ভিত্তিক বরাদ্দ

প্যারিস চুক্তিতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট ‘ক্ষয়-ক্ষতি’র (loss and damage) বিষয়টি অভিযোজন থেকে আলাদা বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং আসন্ন কপ-২৫ সম্মেলনে ‘ক্ষয়-ক্ষতি’ মোকাবেলায় ওয়ারসো ইন্টারন্যাশনাল মেকানিজমের উপর একটি পর্যালোচনা এবং একটি প্রায়োগিক রিপোর্ট প্রস্তুত করার কথা (সিদ্ধান্ত ১০/সিপি.২৪) হয়েছে। কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান ক্ষয়-ক্ষতি কমাতে এখন পর্যন্ত ওয়ারসো ইন্টারন্যাশনাল মেকানিজমের আওতায় ‘নতুন ও অতিরিক্ত’ কোনো অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি। এমনকি ২০১৭ সালে প্রণীত ওয়ারশো ইন্টারন্যাশনাল মেকানিজমের কর্মপরিকল্পনায় জিসিএফ হতে অর্থায়নের বিষয়ে কোনো দিকনির্দেশনা নেই। ‘ক্ষয়-ক্ষতি’র ঝুঁকি কমানোর জন্য অনুদানভিত্তিক ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে দূষণকারী উন্নত দেশসমূহ জীবন বীমা, শস্য বীমা, লাইভস্টক বীমা ভিত্তিক বিভিন্ন ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব দিয়েছে যা ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির কাছ থেকে বীমার কিস্তি হিসাবে সংগ্রহ করা হবে। ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিপরীতে এই বীমা ব্যবস্থা কার্যকর করা হলে বীমার খরচ যোগাতে বাংলাদেশের মতো ক্ষতিগ্রস্ত দেশ ও জলবায়ু দুর্গত মানুষের দুর্ভোগ আরো বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নির্ভরযোগ্য গবেষণা মতে, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আবহাওয়ার আকস্মিক/চরম ঘটনার জন্য ২০১৮ সালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২.৮৩ বিলিয়ন ডলার, যা প্রয়োজনীয় অভিযোজন এবং প্রশমনের মাধ্যমে পরিহার করা যেত। সাম্প্রতিক টিআইবির গবেষণায় দেখা যায়, আগাম বন্যার কারণে পরিবার প্রতি ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৭,৮৬৩ টাকা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, ২০০৯-২০১৫ সময়কালে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৩০৭০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতির ফলে বাংলাদেশ প্রতিবছর জিডিপির অতিরিক্ত ০.৩০% প্রবৃদ্ধি অর্জন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সিডরের পর থেকেই বাংলাদেশ ২০০৭ সালে ‘ক্ষয়-ক্ষতি’ সমাধানের উপায় বিবেচনা করার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনার প্রস্তাব করে। কিন্তু এই ‘ক্ষয়-ক্ষতি’ নির্ধারণে সুস্পষ্ট গাইডলাইন না থাকায় এটা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেনি।

বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি এবং ব্যাপকভিত্তিক কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন

বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী, বাংলাদেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা ৩০টিতে উন্নীত করা হবে এবং যা বিদ্যমান ৫২৫ মেগাওয়াটের বিপরীতে কয়লা ব্যবহার করে মোট উৎপাদন ৩৩ হাজার ২ শত ৫০ মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে। এর ফলে বায়ুমন্ডলে বার্ষিক ১১ কোটি ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসৃত হবে। এটিকে টিআইবিসহ কয়েকটি সংস্থা কর্তৃক যৌথভাবে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে একটি কার্বন বিস্ফোরণের ঘটনা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যা জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতিকর প্রভাবের ফলে বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বকে চরম হুমকির মুখে ফেলবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত বিশ্লেষণ বলছে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণেই বাংলাদেশ তার স্থলভাগের ১১ শতাংশ হারাবে এবং চার ও পাঁচ মাত্রার ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানার ঝুঁকি ১৩০ শতাংশ বাড়িয়ে দেবে, যা উপকূলে বসবাসরত ১ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকা হুমকির মুখে ফেলবে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায়, বিশেষ করে, উপকূলীয় ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে উপকূলীয় জনবসতি ও সম্পদ রক্ষায় সুদৃঢ় বর্ম হিসাবে সুন্দরবনের অবদান অনস্বীকার্য। নির্ভরযোগ্য সুরক্ষা বেষ্টনি হয়ে ৬.১৭ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তনের সুন্দরবন বছরের পর বছর ধরে প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশের মানুষের প্রাণ ও সম্পদ রক্ষা করে আসছে। বাংলাদেশে আঘাত হানার আগেই সাম্প্রতিক প্রবল ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের শক্তি হ্রাস করে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমিয়ে দিয়েছে সুন্দরবন; যা বুলবুলের প্রেক্ষিতে আবহাওয়া অধিদপ্তরসহ সরকারি সংশ্লিষ্ট মহল থেকে স্বীকৃতি পেয়েছে। এর আগেও প্রলয়ংকরী সিডর, আইলাসহ অন্যান্য দুর্যোগ ও ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপকতর হতে দেয় নি সুন্দরবন। কিন্তু জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উদ্বেগ ও পরামর্শ উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কৌশলগত পরিবেশগত সমীক্ষা ছাড়াই সুন্দরবনের সন্নিকটে রামপাল, তালতলি ও কলাপাড়ায় বিদ্যুৎ প্রকল্পসহ বহুমুখী ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পায়ন চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটি কর্তৃক সুন্দরবনকে ‘ঝুঁকিপূর্ণ বিশ্ব ঐতিহ্যে’র তালিকায় অন্তর্ভূক্তির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। শুধু দুর্যোগ থেকে রক্ষায় নিরাপত্তা বেষ্টনি হিসেবেই নয়, সুন্দরবন এ অঞ্চলের জীব বৈচিত্র্য ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের

---

[১] https://www.climatechangenews.com/2019/11/13/gcf-partners-chilean-private-equity-firm-unrest-continues/

জীবন-জীবিকার অন্যতম রক্ষাকবচ। সুন্দরবনের মত বিশ্ব ঐতিহ্য ঝুঁকিতে রেখে রামপালসহ বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের পরিপন্থি।

আসন্ন কপ-২৫ সম্মেলনে প্রত্যাশা

প্যারিস চুক্তির আওতায় জলবায়ু অর্থায়ন সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে যে স্বচ্ছতা কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে তাও আইনী বাধ্যতামূলক না হওয়ায় বাস্তবে প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য অর্জন আদৌ সম্ভব হবে কিনা তা নিশ্চিত নয়। অনুদান ভিত্তিক প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জলবায়ু অর্থায়ন এবং তার ব্যবহারে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতে টিআইবি ২০১১ সাল হতে ধারাবাহিকভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন অংশীজনের সাথে গবেষণা-ভিত্তিক সুপারিশ বাস্তবায়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর ফলে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পাশাপাশি ইতিমধ্যে টিআইবি প্রণীত জলবায়ু প্রকল্প তদারকি কৌশল এবং সামাজিক নিরীক্ষা টুল কেনিয়া, মালদ্বীপ, নেপাল,রুয়ান্ডা ও মেক্সিকোতে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

এ প্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাপী ঝুঁকিতে থাকা ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের মানুষের স্বার্থে টিআইবি আসন্ন কপ-২৫ সম্মেলনে টেকসই উন্নয়নে জলবায়ু অর্থায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি, ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে স্বচ্ছতা কাঠামো সম্বলিত রূপরেখা (রুল বুক) অনুযায়ী প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নও 'ক্ষয়-ক্ষতি' মোকাবেলায় বাংলাদেশ সহ প্যারিস চুক্তিতে সাক্ষরকারী দেশসমূহের সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য পেশ করছে-

বাংলাদেশ কর্তৃক কপ২৫ সম্মেলনে উত্থাপনযোগ্য

১. দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান নীতি বিবেচনা করে ঋণ নয়, শুধু সরকারি অনুদান, যা উন্নয়ন সহায়তার 'অতিরিক্ত' এবং 'নতুন' প্রতিশ্রুতিরবিপরীতে প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে;
২. ক্ষতিগ্রস্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পরিকল্পিত অভিযোজনের জন্য জিসিএফ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক তহবিল হতে প্রয়োজনীয় তহবিল অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাসময়ে, সহজে সরবরাহের জন্য বাংলাদেশসহ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সমন্বিতভাবে (ক্লাইমেট ডিপ্লোম্যাসির মাধ্যমে) দাবি উপস্থাপন করতে হবে এবং তা আদায়ে দর কষাকষিতে দক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে;
৩. উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিযোজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে চাহিদা মাফিক জলবায়ু অনুদান ভিত্তিক তহবিল প্রদানে একটি সময়াবদ্ধ রোডম্যাপ প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে;
৪. স্বল্পোন্নত দেশগুলোর স্বার্থ নিশ্চিতে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি বাস্তবায়নে উন্নত দেশগুলো হতে প্রয়োজনীয় সম্পদ (জলবায়ু তহবিল, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং কারিগরি সহায়তা) সরবরাহের জোর দাবি উত্থাপন করতে হবে;
৫. জিসিএফ এর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও শুদ্ধাচার নিশ্চিতে সুশীল সমাজ সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে সমতা-ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বমূলক এবং কার্যকর ট্রাস্টি বোর্ড গঠন এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের অভিযোজন কার্যক্রমে অনুদানকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে;
৬. স্বল্পোন্নত দেশে অভিযোজন বাবদ অর্থায়নের অতিরিক্ত হিসেবে ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় বিশেষ তহবিল গঠন এবং তার জন্য দ্রুত অর্থায়ন নিশ্চিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সোচ্চার হতে হবে;
৭. 'ক্ষয়-ক্ষতি' মোকাবেলায় জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলায় বীমার পরিবর্তে উন্নত দেশসমূহ কর্তৃক ক্ষতিপূরণ আদায় করে 'ঝুঁকি বিনিময় খরচ' একটি আইনি কাঠামোর মাধ্যমে কার্যকর করতে হবে; এবং
৮. জলবায়ু-তাড়িত বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসন, কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিতে জিসিএফ এবং অভিযোজন তহবিল থেকে বিশেষ তহবিল বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশ সরকারের করণীয়

৯. ২০৫০ সালের মধ্যে ৫০ শতাংশ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রতিশ্রুত সরকারি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের স্বার্থে অনতিবিলম্বে রামপাল, তালতলি ও কলাপাড়ায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুতকেন্দ্রসহ বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পায়ন কার্যক্রম স্থগিত করে ইউনেস্কো'র সুপারিশ অনুযায়ী আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য, নিরপেক্ষ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব-মুক্ত কৌশলগত পরিবেশের প্রভাব নিরুপণ সাপেক্ষে অগ্রসর হতে হবে;
১০. নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনকে লক্ষ্য করে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে, সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে আশু পদক্ষেপ নিতে হবে; এবং
১১. প্রত্যন্ত এলাকার ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে জেলা-উপজেলাভিত্তিক জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে হবে এবং 'ক্ষয়-ক্ষতি' মোকাবেলায় একটি জাতীয় কাঠামো প্রণয়নসহবিপন্ন মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী গড়ে তুলতে হবে।

---